ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং

সার-সংক্ষেপ

২৯ অক্টোবর ২০২৬

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক- গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণায় কারিগরি সহায়তা

মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভর্ন্যান্স, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি
মোঃ সহিদুল ইসলাম, রির্সাচ এসোসিয়েট, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভর্ন্যান্স গভর্ন্যান্স, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি
মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, রিসার্চ এসোসিয়েট, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

গবেষণা সহকারী

ইসরাত রুবাবা তাহসীন, রাইয়ান নাফিজা, আবু রাইহান, ইসমাত জাহান সুইটি, মাজহারুল ইসলাম হৃদয়, সাখীহা আলম

কৃতজ্ঞতা: গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগ, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ এবং অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। গবেষণাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও মতামত দিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, ও অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা এবং টিআইবি'র নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া, প্রতিবেদনটির সার্বিক পর্যালোচনা ও সম্পাদনায় সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামানের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইএসআরটি'র প্রাক্তন অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব। তার সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমরা তার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া, এই গবেষণার মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে জড়িত সহকারি ফিল্ড এন্যুমেরেটরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বশেষ, বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকল মুখ্য তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ:
নির্বাচন-পরবর্তী সময়ের ফলাফল: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন:(+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ভূমিকা

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখার পূর্বশর্ত হলো একটি অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ নির্বাচন। টিআইবি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর ধারাবাহিক গবেষণা করছে। এই প্রেক্ষিতে টিআইবি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং গবেষণা পরিচালনা করে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ, বিভিন্ন অংশীজনদের ভূমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি আইন-কানুন ও আচরণবিধি প্রতিপালনসহ সার্বিকভাবে নির্বাচনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনার জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই গবেষণায় বিভিন্ন অংশীজনদের ভূমিকা (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন ও গণমাধ্যম), রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালন, নির্বাচনি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ তা ট্র্যাকিং করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

- অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ নির্বাচন এবং নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিতে প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা
- নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশীজন কর্তৃক নির্বাচনি আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালন পর্যালোচনা করা
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণার ব্যয় বিশ্লেষণ করা।

গবেষণার পরিধি

এ গবেষণায় নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকান্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য এবং নির্বাচনের পরবর্তী একমাস পর্যন্ত তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ সব নির্বাচনি আসন ও কেন্দ্র, রাজনৈতিক দল/ জোট, প্রার্থী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এবং অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এ গবেষণাটি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

গবেষণা এলাকা, নমুনায়ন ও পদ্ধতি

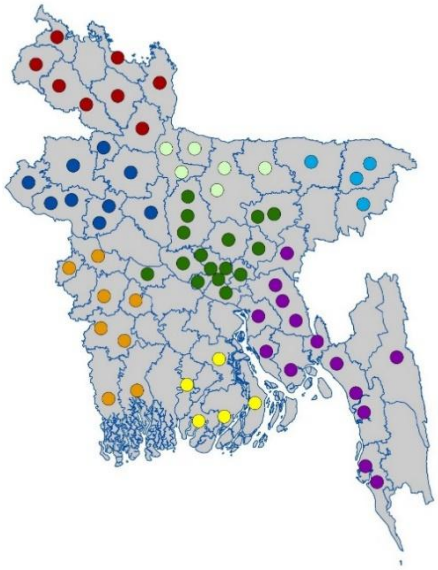
গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় নির্বাচনি প্রক্রিয়া, আচরণ এবং অনিয়ম বিশ্লেষণের জন্য মিশ্র (mixed-method) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

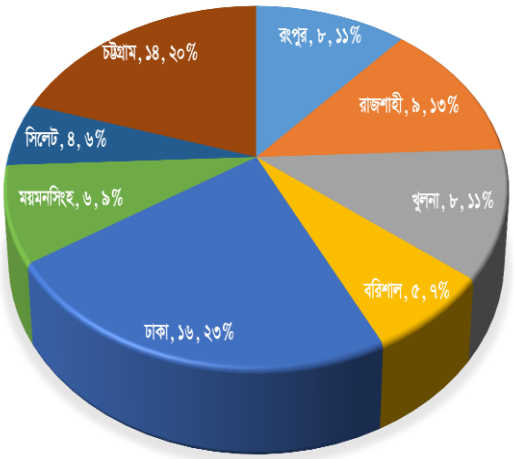
গবেষণার নমুনায়ন ও এলাকা নির্ধারন

গবেষণার নমুনায়ন দুইটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ধাপে, দৈবচয়নের ভিত্তিতে মোট ৩০০টি আসন থেকে ৭০টি আসন নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে, ৭০টি নমুনাকে Probability Proportional to Size (PPS) পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। এই গবেষণায় আটটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ৫১টি জেলার ৭০টি আসন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

চিত্র ১: জেলাভিত্তিক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসন



চিত্র ২: বিভাগভিত্তিক সংসদীয় আসনের (সংখ্যা ও শতাংশ)



তথ্যের উৎস

এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য

গবেষণাটিতে বিদ্যমান তথ্যের অন্যতম উৎস হচ্ছে মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য। এক্ষেত্রে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনি কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু তথা নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কিংবা এসব বিষয়ে অবহিত ব্যক্তিদের নিকট হতে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ১: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্যের ধরণ	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, প্রার্থীর এজেন্ট, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটির সদস্য, সাংবাদিক, ভোটার ও পর্যবেক্ষক
	জরিপ	৭০টি নির্বাচিত আসনের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি
	সরাসরি পর্যবেক্ষণ	৭০টি নির্বাচিত আসনের প্রধান তিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন
পরোক্ষ	তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও প্রবন্ধ
	সংবাদ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ	বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় পত্রিকা
	টেলিভিশনের প্রাইম নিউজ পর্যবেক্ষণ	বিটিভি (রাত ৮ টার সংবাদ) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ইউটিউব এবং ফেসবুক) অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় প্রথম দুইটি সংবাদমাধ্যম- যমুনা টিভি এবং সময় টিভি

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

পর্যবেক্ষণ: ৭০টি আসনে প্রতিটি থেকে তিনজন করে মোট ২১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত রাখা হয়। এতে নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তির সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন প্রার্থী, প্রার্থীর এজেন্ট, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটির সদস্য, সাংবাদিক, ভোটার এবং পর্যবেক্ষক।

জরিপ: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে নির্বাচনের দিনের অনিয়মের ধরন সম্পর্কে জানতে স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের একটি অভিজ্ঞতা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন শিক্ষক, গণমাধ্যমকর্মী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাবেক আমলা, আইনজীবি, ব্যাংকার, সমাজসেবক (অরাজনৈতিক), উদ্যোক্তা এবং শিল্পী। ৭০টি নির্বাচিত আসনে ১ হাজার ৯৮২ জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির সাথে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য

গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

সংবাদ-মাধ্যম পর্যবেক্ষণ: সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক জাতীয় পত্রিকাসমূহ থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

টেলিভিশনে প্রাইম নিউজ পর্যবেক্ষণ: বিটিভি (রাত ৮ টার সংবাদ) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ইউটিউব এবং ফেসবুক) অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় প্রথম দুইটি সংবাদমাধ্যম- যমুনা টিভি এবং সময় টিভি।

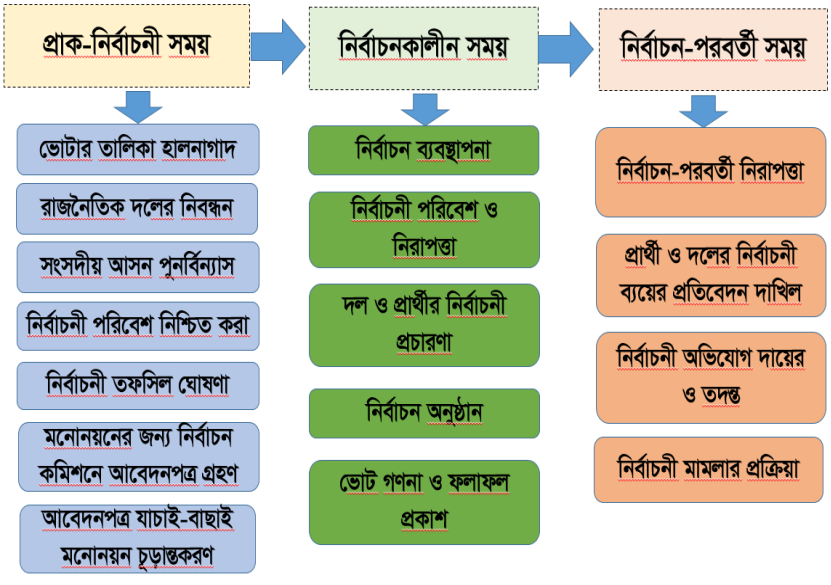
গবেষণার সময়

আগস্ট ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের প্রাপ্ত তথ্যর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে ১৫ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত [১] সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ ও এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

এই গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সমূহকে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তিনটি ধাপে ভাগ করে - প্রাক-নির্বাচনী সময়, নির্বাচনকালীন সময় ও নির্বাচন-পরবর্তী সময় বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক ধাপেই নির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিত্র ৩: তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো



[১] গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণী ১৫ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ১৫ মার্চ ২০২৬ সময়-পরবর্তী কিছু তথ্য গবেষণার প্রয়োজনে এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিবন্ধন কার্যক্রমে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। নামসর্বস্ব এবং দলীয় রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পূর্বে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় আন্তর্বর্তী সরকারের প্রভাবের অভিযোগ রয়েছে। একাধিকবার আবেদনের পরও অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়নি। অন্যদিকে দুইজন উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধন দেওয়া হয়। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ব্যয়ভার নির্বাচন কমিশনের বহনের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়, যা কর্তৃত্ববাদী আমলের চর্চার ধারাবাহিকতা হিসেবে সমালোচিত হয়েছে। কমিশন এবং পর্যবেক্ষকদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান। নিবন্ধন পাওয়া কিছু নতুন রাজনৈতিক দলের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়নি। নিবন্ধনের শর্তপূরণ এবং যোগ্যতা নিয়ে অভিযোগ যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ অসন্তোষ প্রকাশ করে। প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত আয়-ব্যয়, দ্বৈত নাগরিকত্ব, সম্পদ, বিদেশে আয় ও সম্পদ, ঋণ, দায় সংক্রান্ত তথ্যের উপর টিআইবি'র প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণসহ গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও তথ্যের সঠিকতা ও পর্যাপ্ততা এবং আয় ও সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে অর্জিত তা সঠিকভাবে যাচাই হয়নি। মনোনয়ন বৈধতার জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পক্ষ থেকে সর্বাধিক আপিল দায়ের করা হয়েছে এবং সর্বাধিক সংখ্যক মনোনয়ন নামঞ্জুর করা হয়েছে। এক শতাংশ সমর্থকের স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও যাচাইয়ের সময় তাদের না পাওয়া এবং স্বাক্ষরে অসামঞ্জস্যতার অজুহাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের অভিযোগ রয়েছে।

সারণি ২: মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ে প্রাথমিক ফলাফল

রাজনৈতিক দল/ প্রার্থী	মনোনয়ন বাছাই		পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল ও ফলাফল	
	জমা (জন)	বাতিল (জন/শতাংশ)	আপিল	মঞ্জুর (জন/শতাংশ)
স্বতন্ত্র	৪৭৮	৩৫০ (৭৩.২২%)	২৬৩	১৬৫ (৬২.৭%)
বিএনপি	৩৩১	২৭ (৮.১৬%)	৯	৩ (৩৩.৩%)
এনসিপি	৪৪	২ (৪.৫৫%)	২	২ (১০০.০%)
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	২৭৬	৯ (৩.২৬%)	৯	৮ (৮৮.৯%)
গণঅধিকার পরিষদ	১০৪	২৮ (২৬.৯২%)	২৩	২০ (৮৬.৯%)
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২৬৮	৪১ (১৫.৩০%)	৩৯	৩৬ (৯২.৩%)
জাতীয় পার্টি	২২৪	৫৭ (২৫.৪৫%)	৫৩	৩৪ (৬৪.১%)

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

নির্বাচনি সমঝোতা, জোট, কোন্দল ও রাজনৈতিক বিভাজন: প্রার্থীদের যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বিচার না করে মনোনয়ন প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। সক্রিয় ও দলের প্রতি বেশি অবদান রাখা অনেক প্রার্থীও মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন; আর মনোনয়ন-বঞ্চিতদের আন্দোলন, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির দৃষ্টান্ত। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এআই-নির্ভর ফটোকার্ড ও ভিডিও ব্যবহার করে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো, সহিংসতা উসকে দেওয়া, অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে অপপ্রচার চালানো হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার করে; নারীকে অবমাননা করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট এবং তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়; নারী প্রার্থীদের প্রচারণায় বাধা প্রদান, অশালীন, নারীবিদ্বেষী মন্তব্য ও প্রচারণা, প্রচারণা সামগ্রী ছেঁড়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অধিকতর অশ্লীলতা ও ধর্মান্ধ হয়রানির ঘটনাও লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনের দিন ব্যবহারের জন্য অবৈধ সিলসহ রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার হয়। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অভিযোগ করেন প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা। নির্বাচনের আগের দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিপুল পরিমাণ অর্থসহ গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা ঘটে। ভোটারদের প্রভাবিত করতে নগদ অর্থ বিতরণ ও বিতরণের সময় নেতা-কর্মীরা গ্রেফতার হয়। ক্ষেত্রবিশেষে, ভোটারদের হুমকি দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী-নেতা-কর্মীরা বক্তব্য প্রদান করেছেন। এছাড়া, অস্ত্রসহ নেতা-কর্মী গ্রেফতার, কিছু আসনে প্রতিপক্ষের নির্বাচনি অফিস এবং ভোটকেন্দ্রে হামলা, কেন্দ্রে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে। ১১ দলীয় জোটের ভোট গণনায় অনিয়মসহ ১০ শতাংশ পর্যন্ত কারচুপির অভিযোগ করেছে। কেন্দ্র

দখল ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভোট গণনায় ফল পাল্টে দেওয়ার মতন অভিযোগ ও রয়েছে। তাছাড়া, ৩০ আসনে ভোট পুনরায় গণনার দাবি উঠে।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক নিবন্ধন স্থগিতসহ আওয়ামী লীগের কার্যক্রম ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে জুলাই অভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ ও ষড়যন্ত্রমূলক ঘোষণার অবস্থানে আওয়ামী লীগের অবিচল অবস্থান ছিল। একইভাবে নির্বাচনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ কর্তৃক অবৈধ ও প্রতিহত করার ঘোষণা ও তৎপরতা এবং নির্বাচন ও নির্বাচনি পরিবেশে আওয়ামী লীগের নেতিবাচক ভূমিকায় সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। অন্যদিকে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন প্রতিহত করার অবস্থান স্বত্বেও মাঠপর্যায়ে তাদের কর্মী-সমর্থকেরা নির্বাচনে ভোটার হিসেবে অংশ নিয়েছে। যদিও একাংশ ভোট বর্জন করে থাকতে পারেন, যা সাধারণ ভোটারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মাঠপর্যায়ে আওয়ামী লীগের ভোট টানার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের অনেকেই, বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াত জোট এবং জাতীয় পার্টিসহ দল ও প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। এতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও সাড়া দিয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী কোনো কোনো দলে যোগদান ও প্রচারণায় সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলে আওয়ামী লীগ একদিকে দল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতিবাচক, এবং অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিকভাবে দলটির নেতা-কর্মী-সমর্থকরা ভোটসহ রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে। উভয় ক্ষেত্রে দলটির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা বিদ্যমান ছিল।

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা

যৌথ বাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। ছিনতাই, রাহাজানি ও মব সহিংসতার ঘটনা অব্যাহত ছিল। তফসিল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সম্ভাব্য এক প্রার্থী হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক কর্মী ও প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, গুলিবর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অব্যাহত থাকে। এ প্রেক্ষাপটে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকারিতা, নিরপেক্ষতা এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিতকরণে তাদের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্নের উদ্ভব হয়।

সরকারি কর্মচারী, নির্বাচন আয়োজনে জড়িত ও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালেও এ বিষয়ে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষকবৃন্দের দলীয় রাজনৈতিক প্রচারণায় অংশগ্রহণ এবং সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক দলের প্রচারণায় সম্পৃক্ততা, এমনকি গান ও গজল পরিবেশনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নির্বাচনের পূর্বে নির্দিষ্ট কয়েকটি আসনে বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করে। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ পদত্যাগ-পূর্ব উপদেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক বিবেচনার অভিযোগে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়, যার মধ্যে নির্বাচনের আগের দিন কয়েকটি আসনে প্রতিপক্ষের নেতার সঙ্গে গোপন বৈঠক ও আপ্যায়ন গ্রহণ, এবং নির্বাচনের দিন ব্যালটে সিল মারা, ব্যালট পেপারে পূর্ব থেকেই স্বাক্ষর ও সিল প্রদানসহ জাল ভোট প্রদানে সহায়তা করার অভিযোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথসহ দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক মিশনগুলোর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২০০৮ সালের পর সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত ।

গণমাধ্যমের ভূমিকা

সরকারি প্রচারমাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল ও দলীয় প্রধানের কার্যক্রমের অধিক কাভারেজ প্রদান করেছে এবং নির্বাচনি প্রচারণায় দৃশ্যমান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য প্রথম সারির গণমাধ্যমগুলোতে নির্বাচনি প্রচারণার কাভারেজে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের প্রচারণার ছবি এবং সংবাদের আধিক্য ছিল। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদ বেশিরভাগ গণমাধ্যমে কম পরিবেশন করা হয়েছে।

সরকারি প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত সংবাদে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের পেছনে মোট ব্যয়িত সময়- ৫৯৩ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড; যার মোট প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ৫ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা; নির্বাচনি প্রচারণা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারে বিএনপি'র প্রাধান্য ছিল।

সারণি ৩: নির্বাচনকালীন সময়ে বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারণা সংক্রান্ত তথ্য (রাজনৈতিক দল)

রাজনৈতিক দল	পর্যায়			মোট ব্যয়িত সময়	প্রাক্কলিত** মোট আর্থিক মূল্য (টাকা)	মোট ব্যয়িত সময় (শতাংশ)
	তফসিল ঘোষণার পূর্ব (১ অক্টোবর - ১১ ডিসেম্বর ২০২৫)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে অনুমোদিত সময়-পূর্ব (১২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২১ জানুয়ারি ২০২৬)	প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময় (২২ জানুয়ারি - ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)			
বিএনপি	১৪৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড	৯৮ মিনিট ৪০ সেকেন্ড	১১০ মিনিট ২ সেকেন্ড	৩৫২ মিনিট ১৫ সেকেন্ড	৩,১৭,০২,৫০০	৫৯.৩২
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৭ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড	১৯ মিনিট ৩২ সেকেন্ড	৮১ মিনিট ৫ সেকেন্ড	১২৮ মিনিট ১৫ সেকেন্ড	১,১৫,৪২,৫০০	২১.৫৯
এনসিপি	৩৮ মিনিট ৫২ সেকেন্ড	৯ মিনিট ৮ সেকেন্ড	২২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড	৭০ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড	৬৩,৫৮,৫০০	১১.৮৯
জাতীয় পার্টি	০ মিনিট	০ মিনিট	০ মিনিট	০ মিনিট	০	০.০০
স্বতন্ত্র	০ মিনিট	০ মিনিট	১০ সেকেন্ড	১০ সেকেন্ড	১৫,০০০	০.০৩
অন্যান্য দল*	২৫ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড	৫ মিনিট ৩ সেকেন্ড	১১ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড	৪২ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড	৩৮,৩৪,০০০	৭.১৭
মোট	**২৩৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ড**	**১৩২ মিনিট ২৩ সেকেন্ড**	**২২৫ মিনিট ৫২ সেকেন্ড**	**৫৯৩ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড**	**৫,৩৪,৫২,৫০০**	**১০০.০০**

*অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে আছে এবি পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, খেলাফত মজলিস, সিপিবি, ইনসানিয়াত বাংলাদেশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বিপ্লবী ওয়ারকার্স পার্টি।
**বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপন মূল্যহার অনুযায়ী, 'পিক টাইম' সংবাদের মাঝে প্রচারিত 'স্পট বিজ্ঞাপন' ক্যাটাগরির প্রতি ১০ সেকেন্ডের মূল্যহারের ভিত্তিতে।

প্রার্থীর নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালন

গবেষণাভুক্ত ৭০টি আসনে মোট ২১০ জন প্রার্থীর আচরণবিধির ৫৮টি বিষয় প্রতিপালন বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়। ৯৯ শতাংশ প্রার্থী কোনো না কোনোভাবে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন (সারণি ৪)।

সারণি ৪: আচরণবিধির মোট ৫৮টি বিষয় লঙ্ঘনের দলভিত্তিক প্রার্থীর হার (%)

আচরণবিধি লঙ্ঘন (সংখ্যা)	বিএনপি (৬৬ জন প্রার্থী)	এনসিপি (১১ জন প্রার্থী)	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (৫২ জন প্রার্থী)	জাতীয় পার্টি (৬ জন প্রার্থী)	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (৩৫ জন প্রার্থী)	স্বতন্ত্র (১৪ জন প্রার্থী)	অন্যান্য* (২৪ জন প্রার্থী)	সার্বিক (২০৮ জন প্রার্থী)
১-১০	১৯.৭	৪৫.৫	৭.৭	৫০.০	৪৮.৬	১৪.৩	৪৫.৮	২৬.৪
১১-২০	৩১.৮	৫৪.৫	৫১.৯	৫০.০	৩৪.৩	২৮.৬	২৫	৩৮.০
২১-৩০	৩০.৩	-	২৮.৮	-	৫.৭	৩৫.৭	১২.৫	২১.৬
৩১-৪০	১৩.৬	-	১১.৫	-	১১.৪	১৪.৩	১২.৫	১১.৫
৪০ ≥	৪.৫	-	-	-	-	৭.১	৪.২	২.৫

*অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে আছে এবি পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, খেলাফত মজলিস, সিপিবি, ইনসানিয়াত বাংলাদেশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বিপ্লবী ওয়ারকার্স পার্টি।

গবেষণার আওতায় নির্বাচনি আচরণবিধির ৫৮টি বিষয় প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যবিহীন প্রচারণা সামগ্রী ব্যবহার, যানবাহনসহ মিছিল, মশাল মিছিল ও শো-ডাউন আয়োজন, প্রতিপক্ষ প্রার্থীর পোস্টার, ব্যানার বা ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা বা নষ্ট করা এবং পাঁচজনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া (সারণি ৫)।

সারণি ৫: আচরণবিধির ধরণ অনুসারে তা লঙ্ঘনের দলভিত্তিক প্রার্থীর হার (%)

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য*	সার্বিক
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন, ব্যানার, বিলবোর্ড ব্যবহার	৯২.৪	৮১.৮	৯৮.১	৮৫.৭	৮৩.৩	৯২.৯	৬৬.৭	৮৮.৬
৬০ ডেসিবেলের অধিক শব্দমাত্রায় মাইক ব্যবহার	৯৩.৯	৮১.৮	৯৪.২	৭১.৪	৭৫.০	১০০.০	৭৯.২	৮৮.১
পোস্টার ছাপানো এবং টাঙানো	৯২.৪	৬৩.৬	৯৬.২	২৮.৬	৭২.২	৯২.৯	৬২.৫	৮২.৯
যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন, কনসার্ট ইত্যাদি	৯২.৪	৭২.৭	৯৬.২	৪২.৯	৫২.৮	৯২.৯	৫০.০	৭৯.০
ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ এবং পিভিসি অথবা অপচনশীল দ্রব্যের ব্যবহার	৬৮.২	৩৬.৪	৭৬.৯	২৮.৬	৫২.৮	৮৫.৭	৫০.০	৬৩.৮
প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিসহ ৫ (পাঁচ) জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	৭৮.৮	৩৬.৪	৬৫.৪	৫৭.১	৪৪.৪	৫৭.১	৪৫.৮	৬১.৪
প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি বা চিহ্ন সংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার	৮০.৩	৩৬.৪	৭৩.১	০.০	৩৬.১	৬৪.৩	৩৭.৫	৬০.০
'দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা'র বাইরে মাইক ব্যবহার	৭২.৭	৪৫.৫	৬৩.৫	৪২.৯	৩৬.১	৭১.৪	৪৫.৮	৫৮.৬
ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো	৬৫.২	২৭.৩	৭৫.০	২৮.৬	৪৭.২	৫৭.১	৩৭.৫	৫৭.৬
নির্বাচনি এলাকায় ২০টির বেশি বিলবোর্ড টাঙানো	৭৭.৩	২৭.৩	৭৫.০	০.০	৩০.৬	৫৭.১	১২.৫	৫৪.৮
নির্বাচনি ক্যাম্পে পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন, বকশিশ ইত্যাদি প্রদান	৬৯.৭	২৭.৩	৫৭.৭	৪২.৯	৪১.৭	৫৭.১	২৯.২	৫৩.৩
পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি	৬৬.৭	৩৬.৪	৫১.৯	২৮.৬	২৫.০	৬৪.৩	২০.৮	৪৭.৬
প্রার্থীর নিজের এবং দলীয় প্রধানের ছবি এবং প্রতীক ছাড়া অন্য কোনো প্রতীক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম বা ছবি ব্যবহার	৮৩.৩	২৭.৩	৩৬.৫	০.০	১৩.৯	৬৪.৩	১৬.৭	৪৫.২
ইউনিয়ন, পৌরসভা কিংবা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটির বেশি ক্যাম্প/অফিস স্থাপন	৬৮.২	২৭.৩	৫১.৯	১৪.৩	১৯.৪	৫৭.১	১৬.৭	৪৫.২
ফেস্টুনের আয়তন ১৮" X ২৪" এর বেশি	৫৭.৬	০.০	৫১.৯	০.০	৩০.৬	৪২.৯	২৯.২	৪২.৪
ব্যানারের আয়তন ১০ ফুট X ৪ ফুট এর বেশি	৫৯.১	৯.১	৪৮.১	১৪.৩	২২.২	৪২.৯	২৫.০	৪১.০
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন ভোটার স্লিপ	৪৮.৫	৩৬.৪	৪৬.২	২৮.৬	২৭.৮	৪২.৯	২৫.০	৪০.০

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য*	সার্বিক
প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ	৫৪.৫	২৭.৩	৫০.০	৪২.৯	১৩.৯	২৮.৬	৮.৩	৩৭.৬
নির্বাচনের আগে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার	৫০.০	৯.১	৩০.৮	০.০	২২.২	৬৪.৩	২০.৮	৩৪.৩
ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কারো চেহারা বিকৃত করা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত মনগড়া তথ্যসহ কোনো প্রকার ক্ষতিকর আধেয় (কনটেন্ট) তৈরি ও প্রচার	৪৫.৫	০.০	৪৬.২	১৪.৩	১৬.৭	৩৫.৭	১২.৫	৩২.৯
বিলবোর্ড এর আয়তন ১৬ ফুট X ৯ ফুট এর বেশি	৪২.৪	১৮.২	৩৬.৫	২৮.৬	১৯.৪	২৮.৬	১৬.৭	৩১.৪
নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো প্রকার ড্রোন বা কোয়াডকোপ্টার ব্যবহার	৪৭.০	৩৬.৪	৪২.৩	১৪.৩	২.৮	৪২.৯	০.০	৩১.০
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন	৪৩.৯	৯.১	৩৬.৫	১৪.৩	১১.১	৪২.৯	১৬.৭	৩০.৫
৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল	৪৭.০	৩৬.৪	২৫.০	০.০	১৬.৭	৫৭.১	৪.২	৩০.০
গেইট বা তোরণ নির্মাণ	৪৭.০	০.০	২৮.৮	০.০	১৩.৯	৩৫.৭	৪.২	২৭.১
ভোট শুরুর পূর্বের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রচারণা	৩৪.৮	১৮.২	২৮.৮	২৮.৬	১৬.৭	২৮.৬	২০.৮	২৭.১
অনুমতি গ্রহণ না করে জনসভা	৪২.৪	৯.১	২৫.০	১৪.৩	১৬.৭	৩৫.৭	৪.২	২৬.২
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন, ব্যানার ইত্যাদির ওপর অন্য প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ফেস্টুন, ব্যানার লাগানো বা ক্ষতিসাধন	৪৩.৯	৯.১	২৮.৮	০.০	০.০	৪২.৯	১৬.৭	২৬.২
ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, কোনো তিক্ত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এ ধরনের বক্তব্য দান	৩৪.৮	২৭.৩	২৫.০	১৪.৩	০.০	৫০.০	১৬.৭	২৪.৩
ভোটারদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে, প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্রহনন কিংবা সুনাম নষ্ট করার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে সম্পাদনা (এডিট), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কোনো মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমূলক, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং মানহানিকর আধেয় (কনটেন্ট) তৈরি, প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার	১৯.৭	০.০	৩৮.৫	২৮.৬	১৬.৭	২১.৪	১২.৫	২২.৪
বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	৩৬.৪	০.০	২১.২	০.০	৮.৩	৫০.০	১৬.৭	২৩.৩
নারী, সংখ্যালঘু বা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য ঘৃণাত্মক	৩৬.৪	৯.১	২১.২	১৪.৩	২.৮	২৮.৬	১৬.৭	২১.৯

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য*	সার্বিক
বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা উস্কানিমুলক ভাষা ব্যবহার করা								
প্রার্থীর বা তাহার পক্ষের কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ	৩০.৩	১৮.২	২১.২	২৮.৬	১৩.৯	২১.৪	৮.৩	২১.৪
প্রার্থীর কোনো প্রকার সংবর্ধনা গ্রহণ	৩৪.৮	৯.১	২১.২	০.০	০.০	৪২.৯	৮.৩	২০.৫
প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন বা এসংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণ	৩৭.৯	৯.১	১৭.৩	১৪.৩	৮.৩	১৪.৩	৪.২	২০.০
প্রচারণায় নির্বাচনি প্রতীক দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি	১৫.২	০.০	৪০.৪	০.০	১১.১	২৮.৬	৪.২	১৯.০
সড়ক বা জনগণের চলাচলের স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন	৩১.৮	০.০	১৭.৩	০.০	৮.৩	২৮.৬	১২.৫	১৯.০
লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের আয়তন ৮.২৭" X ১১.৬৯" (A4) এর বেশি	২৪.২	০.০	১৭.৩	০.০	২২.২	২১.৪	৮.৩	১৮.১
অনভিপ্রেত গোলোযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ	৩০.৩	০.০	১১.৫	১৪.৩	৫.৬	৪২.৯	৮.৩	১৭.৬
প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা ও অন্যান্য প্রচারাভিযানে বাধা	৩৩.৩	০.০	৫.৮	১৪.৩	২.৮	৩৫.৭	৪.২	১৫.৭
ভোটার স্লিপ এর আয়তন ১২ সে.মি. X ৮ সে.মি. এর অধিক	২৭.৩	১৮.২	১৩.৫	০.০	৮.৩	১৪.৩	৪.২	১৫.৭
পোস্টারে কোনো অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিতে ছবি ছাপানো	২১.২	০.০	১১.৫	০.০	৫.৬	২৮.৬	৪.২	১২.৯
দেওয়ালে লিখে বা অংকন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো	১৩.৬	০.০	৫.৮	০.০	২২.২	৭.১	৪.২	১০.৫
সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি স্থানে প্রচার বা অবস্থান	৯.১	৯.১	১৩.৫	০.০	২.৮	৭.১	০.০	৭.৬
দল বা প্রার্থী কর্তৃক সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার বা এখানে অবস্থান	৯.১	৯.১	১৩.৫	০.০	২.৮	৭.১	০.০	৭.৬
বিদেশে নির্বাচন কেন্দ্রিক কোন প্রকার জনসভা, পথসভা, সভা সমাবেশ বা কোন প্রকার প্রচার-প্রচারণা	১২.১	০.০	৭.৭	০.০	২.৮	১৪.৩	৪.২	৭.৬
প্রার্থী সরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে কোন ব্যক্তি, বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান	১৩.৬	০.০	৫.৮	০.০	৫.৬	৭.১	০.০	৭.১

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য*	সার্বিক
নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার	৯.১	১৮.২	৩.৮	১৪.৩	০.০	১৪.৩	৪.২	৬.৭
নির্বাচনি প্রচারণায় হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা (দলীয় প্রধান ও সাধারন সম্পদক ব্যতীত) এবং প্রচার সামগ্রী বিতরন	১৩.৬	০.০	৩.৮	১৪.৩	০.০	৭.১	৪.২	৬.৭
কোনো রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ	১০.৬	০.০	৫.৮	১৪.৩	২.৮	০.০	৪.২	৬.২
মনোনীত প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বা সদস্য থেকে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো	৪.৫	০.০	৭.৭	০.০	৫.৬	০.০	৮.৩	৫.২
নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, ভবন বা কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন	৬.১	০.০	৫.৮	১৪.৩	০.০	৭.১	৪.২	৪.৮
নির্বাচনি প্রচারণায় প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার	৭.৬	০.০	১.৯	১৪.৩	০.০	১৪.৩	০.০	৪.৩
মনোনয়ন না পেয়ে রাস্তা অবরোধ	১.৪	০	০	০	০	০	০	১.৪
প্রচারণার অংশ হিসেবে আলোকসজ্জা	১.৫	০.০	১.৯	০.০	০.০	০.০	০.০	১.০
নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্র ব্যবহার	১.৫	০.০	১.৯	০.০	০.০	০.০	০.০	১.০
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন	১.৫	০.০	০.০	০.০	০.০	৭.১	০.০	১.০
নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মাঝে ফায়ার আর্মস বা অন্য কোনো আর্মস বহন	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০

*অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে আছে এবি পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, খেলাফত মজলিস, সিপিবি, ইনসানিয়াত বাংলাদেশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বিপ্লবী ওয়ারকার্স পার্টি।

গবেষণাভুক্ত আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসনের মধ্যে ৪০টি আসনে এক বা একাধিক অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের দিন ৪০টি আসনে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩২টি আসনে অভিযোগ দায়ের করেন প্রতিপক্ষের প্রার্থীরা। এর মধ্যে থেকে ২৪টি আসনে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সারণি ৬: গবেষণাভুক্ত ৪০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম*

অনিয়মের ধরন*	আসন সংখ্যা
ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো বা কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা	১৮
জাল ভোট দেওয়া	১৫
ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	১৩
বিধি লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা	৯
ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকদের বাধা প্রদান	৭

ভোট গণনায় জালিয়াতির অভিযোগ	৭
বুথ দখল করা	৬
প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	৬
আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ভোটারদের অসহযোগীতা	৬
রিটার্নিং অফিসারসহ নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক কার্যক্রম	৬
ভোট গ্রহণের আগেই ব্যলটে সিল মারা	৫
যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা (গণমাধ্যমকর্মী এবং নির্বাচন আয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মটরযান ও যানবাহন চলাচলে বাধা)	৪
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর রিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ	৪
ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া	১
নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণে বাধা প্রদান	১
অন্যান্য	১

*একাধিক উত্তর; হালনাগাদকৃত তথ্য

নির্বাচন অনুষ্ঠান

নির্বাচনের দিনে কেন্দ্রগুলোতে সংঘটিত অনিয়ম

নির্বাচনের দিন কেন্দ্রগুলোতে কিছু অনিয়ম হয়েছে সংঘটিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল স্বতন্ত্র নারী প্রার্থীর ওপর হামলা, কেন্দ্রের বাইরে ভয়ভীতি প্রদর্শন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, কিছু কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে নিজেরাই এজেন্ট সেজে বসে থাকা, বানোয়াট নিয়মের অজুহাতে ভোটারদের হয়রানি করা, এক জনের ভোট অন্যজন প্রদান করা এবং ভোটের সময় টাকা বিতরণ করা। কিছু ক্ষেত্রে একসঙ্গে বুথে ঢুকে অবৈধভাবে ব্যালট পেপারে সিল মারার ঘটনাও ঘটেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী স্বতন্ত্র প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে ভয় দেখিয়েছে এবং এজেন্টদের হয়রানি করেছে। এছাড়া, ভোটার তালিকার সঙ্গে নাম ও ছবি না মেলায় অনেক ভোটার কেন্দ্রে গিয়েও ভোট দিতে পারেননি। কোনো ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত বা বন্ধ না হলেও দেশের কিছু স্থানে বিএনপি-জামায়াত এবং বিএনপি ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছে।

নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত

নির্বাচনের পরবর্তী ছয় দিনে গবেষণাভুক্ত আসনগুলোতে মোট ২৪১টি সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে প্রতিপক্ষের ভোটার-কর্মী ও সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল ১০৫টি ঘটনা। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ৬১টি সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের বাড়িঘর, কার্যালয় বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ৩৫টি হামলার ঘটনা ঘটে।

সারণি ৭: নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত: প্রথম ৬দিন*

নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি	সহিংসতার সংখ্যা
প্রতিপক্ষের ভোটার-কর্মী-সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন	১০৫
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ	৬১
রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকের বাড়িঘর ও অফিস ভাঙচুর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ	৩৫
একই দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষ	১৭
বোমা বিস্ফোরণ ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারজনিত গুলিবর্ষণের ঘটনা	৮
প্রতিপক্ষ-সমর্থক-ভোটারদের থেকে জোরপূর্বক অর্থ বা চাঁদা আদায়	৫
ফলাফল প্রত্যাখান করে বিক্ষোভ	৪
ধর্মীয় ও জাতীগত সংখ্যালঘু ভোটারদের উপর হামলা	৪
প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ	২
মোট	২৪১

*হালনাগাদকৃত তথ্য

দল এবং প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয়: অনলাইন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থ ব্যয় করেছে।

সারণি ৮: রাজনৈতিক দলসমূহের ফেসবুক প্রচারণার ব্যয়

ক্রম	রাজনৈতিক দল	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)				
		পেজ	মোট ব্যয় (টাকা)	গড় ব্যয় (টাকা)	সর্বোচ ব্যয় (টাকা)	সর্বনিম্ন ব্যয় (টাকা)
১	বিএনপি	২১	১,২৪,৫২,৫৩২	৫,৯২,৯৭৭	২৩,৪৬,৫৪০	২,৯৪৪
২	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৮	২৮,৬২,১৬০	৩,৫৭,৭৭০	১৬,৮৭,৯০৯	২,৬৯৮
৩	এনসিপি	৪	২৩,৪২৬	৫,৮৫৬	১৬,১৮৯	১,৫৯৪
৪	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৪	৭০,৮৯২	১৭,২২২	৩৭,৪০৮	২,৯৪৪
৫	এবি পার্টি	২	৩,০৬৬	১,৫৩৩	২,৯৪৩	১২২
৬	অন্যান্য*	২	৬৬,৩৫৪	৩৩,১৭৭	৬২,৬৪৭	৩,৬৮০

*অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে আছে এবি পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, খেলাফত মজলিস, সিপিবি, ইনসানিয়াত বাংলাদেশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বিপ্লবী ওয়ারকার্স পার্টি।

প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয় (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসন)

প্রতি আসনে ভোটারপ্রতি ১০ টাকা হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গড় ব্যয় সীমা ৪৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৭৭ টাকা। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা গড়ে ব্যয় করেছেন ১ কোটি ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৩২ টাকা। প্রার্থীরা সার্বিকভাবে ব্যয়সীমা থেকে গড়ে ৭৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯৫৫ টাকা (১৬৯.৫ শতাংশ) বেশি ব্যয় করেছেন।

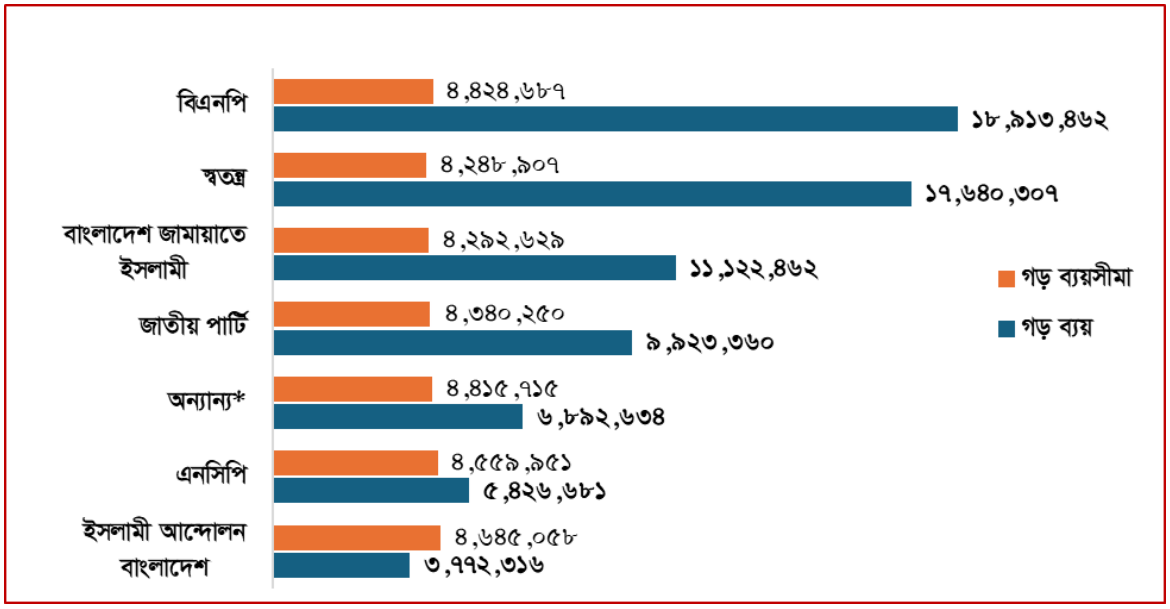
সারণি ৯: প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয় (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসন)

রাজনৈতিক দল (প্রার্থীর সংখ্যা/জন)	আসন অনুযায়ী গড় ব্যয় ও ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা (ভোটার প্রতি ১০ টাকা হিসাবে)					ব্যয়সীমা থেকে বেশি/কম ব্যয় (শতাংশ)
	তফসিল ঘোষণার পূর্ব সময় (৪ - ১১ ডিসেম্বর ২০২৫)	তফসিল ঘোষণা থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত পর্যন্ত (১২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২১ জানুয়ারি ২০২৬)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত (২২ জানুয়ারি - ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)	সার্বিক ব্যয়	নির্ধারিত সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা	
বিএনপি (৬৬)	২০,৫২,২৮১	৩৭,৪৩,১৮০	১,৩১,১৮,০০১	১,৮৯,১৩,৪৬২	৪৪,২৪,৬৮৭	৩২৭.৫
স্বতন্ত্র (১৪)	৬৮,৫২,৯৪৩	১৪,৪৮,২৬৭	৯৩,৩৯,০৯৭	১,৭৬,৪০,৩০৭	৪২,৪৮,৯০৭	৩১৫.২
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (৫২)	১৪,১১,৮৬০	১১,০৮,১৬৯	৮৬,০২,৪৩৩	১,১১,২২,৪৬২	৪২,৯২,৬২৯	১৫৯.১
জাতীয় পার্টি (৭)	৩,২১,০০০	৩,৬৪,০৪৫	৯২,৩৮,৩১৫	৯৯,২৩,৩৬০	৪৩,৪০,২৫০	১২৮.৬
অন্যান্য* (২৪)	২,০৯,৪০৬	৪,৯৭,৩৬৬	৬১,৮৫,৮৬২	৬৮,৯২,৬৩৪	৪৪,১৫,৭১৫	৫৬.১
এনসিপি (১১)	১,৯১,৬৭০	৩,৫২,৪০৪	৪৮,৮২,৬০৭	৫৪,২৬,৬৮১	৪৫,৫৯,৯৫১	১৯.০
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (৩৬)	৮,৩৬,০৮৯	৩,৪০,২৯৬	২৫,৯৫,৯৩১	৩৭,৭২,৩১৬	৪৬,৪৫,০৫৮	-১৮.৮

*অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে গণঅধিকার পরিষদ, জনতার দল, জাসদ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফলত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, এবি পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।

প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গড় ব্যয়সীমার বিপরীতে গড় ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় বিএনপি প্রার্থীরা গড় ব্যয়সীমা ৪৪ লাখ ২৪ হাজার ৬৮৭ টাকার বিপরীতে গড়ে ১ কোটি ৮৯ লাখ ১৩ হাজার ৪৬২ টাকা ব্যয় করেছেন; স্বতন্ত্র প্রার্থীরা গড় ব্যয়সীমা ৪২ লাখ ৪৮ হাজার ৯০৭ টাকার বিপরীতে গড়ে ১ কোটি ৭৬ লাখ ৪০ হাজার ৩০৭ টাকা ব্যয় করেছেন; বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা তাদেও গড় ব্যয়সীমা ৪২ লাখ ৯২ হাজার ৬২৯ টাকার বিপরীতে গড়ে ১ কোটি ১১ লাখ ২২ হাজার ৪৬২ টাকা ব্যয় করেছেন; এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা তাদের গড় ব্যয়সীমা ৪৩ লাখ ৪০ হাজার ২৫০ টাকার বিপরীতে ৯৯ লাখ ২৩ হাজার ৩৬০ টাকা ব্যয় করেছেন এবং (চিত্র ৪)।

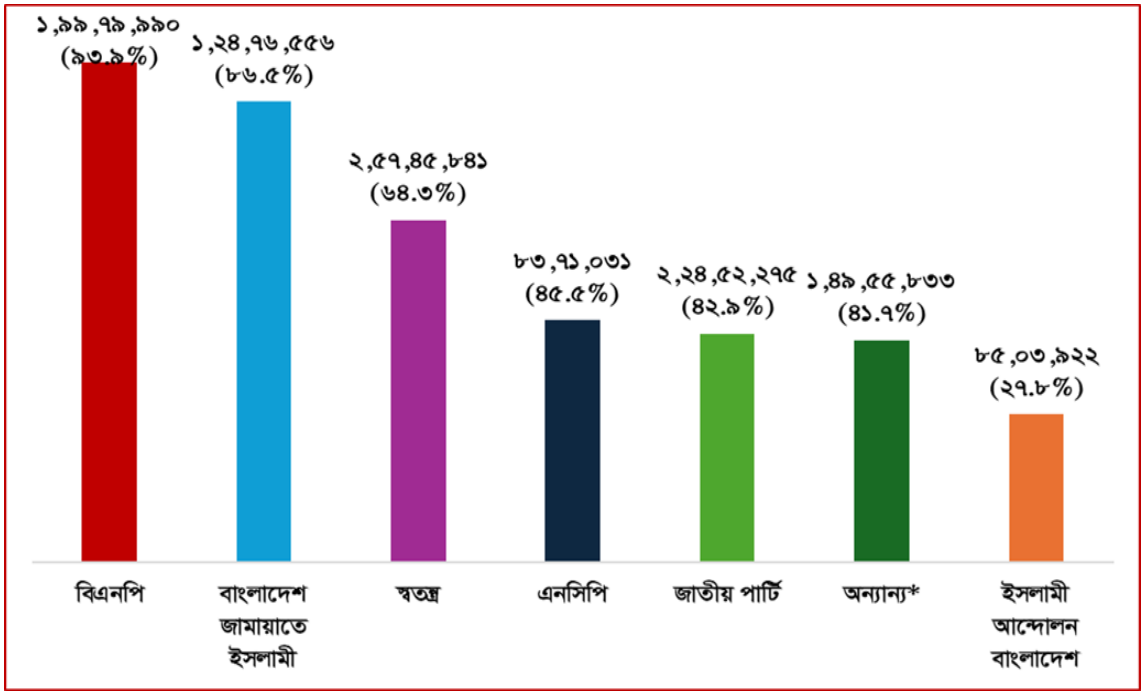
চিত্র ৪: প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গড় ব্যয়সীমার বিপরীতে গড় ব্যয় (টাকায়/ভোটার প্রতি ১০ টাকা হিসাবে)



*অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে গণঅধিকার পরিষদ, জনতার দল, জাসদ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফলত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, এবি পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।

সার্বিকভাবে, ৬৮.৬ শতাংশ (১৪৪ জন) প্রার্থী নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন। ব্যয়সীমা অতিক্রান্ত প্রার্থীরা গড়ে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ১০১ টাকা ব্যয় করেছেন। দলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলের অনেকে ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন যেখানে বিএনপির ৯৩.৯ শতাংশ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ৮৬.৫ শতাংশ, স্বতন্ত্রের ৬৪.৩ শতাংশ এবং এনসিপির ৪৫.৫ শতাংশ প্রার্থী ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন। এছাড়া, জাতীয় পার্টির ৪২.৯ শতাংশ, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ৪১.৭ শতাংশ, এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ৪১.৭ শতাংশ প্রার্থী নির্ধারিত ব্যায় সীমা অতিক্রম করেন (চিত্র ৫)।

চিত্র ৫: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক প্রার্থীর ব্যয়সীমা অমান্যের হার ও তাদের গড় ব্যয় (ভোটার প্রতি ১০ টাকা ধরে)



* অন্যান্য: জাসদ, জাকের পার্টি, এবি পার্টি, খেলাফত মজলিস, খেলাফত ইসলাম বাংলাদেশ, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, জাতীয় পার্টি, গণ অধিকার পরিষদ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কতটা অবাধ, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, প্রতিযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক ছিল তা এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ জন্য নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ নির্বাচন আয়োজন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। নির্বাচন আয়োজনের প্রতিটি ধাপেই বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য নিম্নরূপ

- শুরুতে তুলনামূলক সুস্থ প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা গেলেও, ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা সহিংসতাপূর্ণ নির্বাচনি কার্যক্রমের পুরাতন রাজনৈতিক চর্চা বজায় রেখেছেন। ফলে নির্বাচনে দল ও জোটের মধ্যে সংঘাত, আন্তঃদলীয় কোন্দল, ক্ষমতার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং সহিংসতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে যা নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও অব্যাহত বজায় ছিল।
- নির্বাচনি সহিংসতার পাশাপাশি পতিত কর্তৃত্ববাদী শক্তির ঘোষিত নির্বাচন বিরোধী তৎপরতার ফলে অস্থিতিশীলতা এবং ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করেছে।
- পূর্বের ন্যায় রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনে অর্থ, ধর্ম ও পেশী, পুরুষতান্ত্রিক ও গরিষ্ঠতান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার শুধু অব্যাহতই রাখেননি, বরং বিশেষ করে অর্থ ও ধর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য অংশীজনের প্রয়াস ও সক্ষমতা দৃশ্যমান ছিল। তবে, রাজনৈতিক সংঘাত এবং নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা প্রতিরোধে কমিশনের উপর আরোপিত ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি।
- ৯৯ শতাংশ প্রার্থী আচরণবিধির ৫৮টি বিষয়ের মধ্যে কোন না কোনটি লঙ্ঘন করেছেন।
- অনলাইন ও অফলাইন প্রচরণাসহ নির্বাচনের প্রায় প্রতিটি স্তরে দল এবং প্রার্থীরা আচরণবিধির ব্যাপক লঙ্ঘনসহ বিবিধ অনিয়ম করলেও কমিশনের সীমাবদ্ধতার কারণে পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। যার ফলে নির্বাচনে সকল দল এবং প্রার্থীর জন্য প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র এবং সকল শ্রেণির ভোটারদের জন্য পরিপূর্ণ সম-অধিকারভিত্তিক সুস্থ, নিরপেক্ষ ও নিরাপদ নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।
- নির্বাচন আয়োজনে সম্পৃক্ত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে, বিশেষকরে, প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের একাংশের মধ্যে সুস্থ ও প্রভাবমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে ব্যাপক অনিয়ম ও নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয় ছিল।
- নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালনে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনকে অসহযোগিতার মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অনেকের ক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ ক্রমাগত দৃশ্যমান হয়েছে ।
- নির্বাচনি আচরণবিধি মান্য করার অঙ্গিকার করলেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সেই অঙ্গিকার রক্ষা করেনি। প্রার্থীরা তাদের নির্ধারিত খরচের সীমা অতিক্রমের চর্চা অব্যাহত রেখেছে
- প্রচারণা ব্যয়ের সীমা অনলাইন ও অফলাইন একক ও যৌথভাবে ব্যাপক লঙ্ঘিত হয়েছে-শীর্ষ দুই দল বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই লঙ্ঘনের মাত্রা সর্বাধিক। অফলাইন বা প্রত্যেক্ষ প্রচারণা ব্যয় লঙ্ঘন হয়েছে নির্ধারিত সীমার তুলনায় প্রায় ১৯ শতাংশ থেকে প্রায় ৩২৮ শতাংশ। শীর্ষে বিএনপি (৩২৭.৫%), স্বতন্ত্র (৩১৫.২%), জামায়াত (১৫৯.১%), জাতীয় পার্টি (১২৮.৬%), এনসিপি (১৯.০%) ।
- সার্বিকভাবে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হলেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে আচরণবিধি প্রতিপালনে পরিপূর্ণ সফল হয়নি। কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হলেও রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের অনেকের মধ্যে "বিজয়ী হতেই হবে" এই চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

*****

পরিশিষ্ট ১: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের খাতভিত্তিকী গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত/টাকায়)

ব্যয়ের খাত	তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয়	তফসিল ঘোষণা থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত পর্যন্ত গড় ব্যয়	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয়
মনোনয়নের জন্য পার্টিতে চাঁদা	২,৫১,৬৪৩	৩,০৮,৯৪৮	-
একরঙা পোস্টার	১৫,২১৫	৮১৬	১১,৮৪৩
একাধিক রঙের পোস্টার	৬১,৯৯২	১,৭০৩	৩,৬১৬
ব্যানার	১,২৩,৩০৯	৬,৫৫১	৪,২১,৬৬৯
লিফলেট/হ্যান্ডবিল	৮১,৪০৭	১৭,৩৩৫	২,৬১,১০৭
বিলবোর্ড	১,০০,৯৯৬	১,৯০০	৯২,৮২৮
দেওয়াল লিখন	২,৫৩০	১৬৭	৮৫
র‍্যালি / মিছিল	১,০৬,৮২৬	৭২,৩৬৪	৪,৩৬,৮৫১
নির্বাচনি প্রতীক তৈরি ও প্রদর্শন	৬,১৮১	৭০৩	৩৭,৪১০
জনসভা	১,৯২,৫০২	৭৯,৮৭৪	৫,১৪,৬৮৪
মাইকিং	৩,৫৮৮	১,৫৪৬	৩,০৬,২৮৮
তোরণ	২৫,১৮৬	৩৩৩	৩,৫২৬
জনসংযোগ	১,২৮,৬৫০	৪,৫০,৯৮৫	১০,১৭,৩৬৩
যাতায়াত/পরিবহন ব্যয়	৪৩,৩০৯	১,০৫,৯০১	৭,৮১,১৭৮
আপ্যায়ন ব্যয়	৪০,৩৮৩	১,৩৪,০০৯	৮,৪০,৮১১
দলীয় এজেন্ট এবং কর্মীদের জন্য ব্যয়	১৮,০৬৫	২২,৬৯৭	১৭,০০,৫৯০
উৎসব	১৫,২১৪	৩০,৮৭৯	৩,৬৩৮
সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৪১,৩১৮	৮৬,৯০২	৩৮,৯৪৫
ফোনকল/ক্ষুদেবার্তা প্রদানে ব্যয়	৬১৬	২,০০৮	২৪,১৬৯
নির্বাচনি ক্যাম্প পরিচালনা ব্যয়	৩,৪৮৭	২৯,৮০৯	১১,৫৬,১৭৫
ফেস্টুন	১,৩০,৭৫০	১১,১২৫	১,৭০,৬৫৮
অন্যান্য	২,৪২,৪১৬	২,৮০,৯০৫	৭,৪৫,৮৫১

***